শিশু নগরীতে শিশুরা যেসব সুবিধা পাবে

- নিরাপদ ও আধুনিক আবাসন
- পুষ্টিকর খাদ্য ও বস্ত্র
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
- কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা
- খেলাধুলার সুযোগ ও প্রতিভা বিকাশমূলক প্রশিক্ষণ
- মনো-সামাজিক সহায়তা
- জীবন-দক্ষতামূলক এবং শিশু অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- আইনি সহায়তা
- কর্মসংস্থান এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর ভবন নির্মাণ এবং শিশু লালন-পালনের খরচের স্পন্সর হওয়ার নিয়মাবলী

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর প্রতিটি শিশু গ্রামে ১০০০ পথশিশু থাকবে এবং ১০টি শিশুগ্রামে ১০,০০০ পথশিশু নিয়ে গড়ে উঠবে শিশু নগরী। প্রতিটি শিশু গ্রামের ভবন নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে কেউ স্পন্সর হতে পারবেন।

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে একটি ব্লক (বিল্ডিং) বা ফ্লোর নিজের পছন্দকৃত এক বা একাধিক নামে স্পন্সর করতে পারেন। এতে ব্লকটি উক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পছন্দের নামে নামকরণ করা হবে।

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে এক বা একাধিক শিশুর ভরণ-পোষণের খরচ স্পন্সর করতে পারবেন। যে কেও ইচ্ছা করলে এককালীন অনুদান প্রদান করতে পারবেন।

পথশিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে আমাদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য দেশের পুলিশ প্রশাসন, এনজিও, সমাজকর্মী, পেশাজীবী এবং সাধারন জনগনের প্রতি আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর প্রতিটি শিশুগ্রামের ভবন নির্মাণ এর সম্ভাব্য ব্যয়

বিবরণ	শিশু সংখ্যা	প্রতি ফ্লোর (ব.ফু.)	ফ্লোর সংখ্যা	মোট স্পেস (ব.ফু.)	দর (লক্ষ টাকা) প্রতি ফ্লোর	মোট টাকা (লক্ষ)
৬-১০ বছরের শিশুর জন্য রেসিডেন্সিয়াল ব্লক- ০১	৩০০	৫৪২৫.৬৫	৫	২৭১২৮.২৫	৮১.৩৮	৪০৬.৯২
১১-১৪ বছরের শিশুর জন্য রেসিডেন্সিয়াল ব্লক- ০২	৩৬০	৫২২৭.৯৯	৫	২৬১৩৯.৯৫	৭৮.৪২	৩৯২.১০
১৫-১৮ বছরের শিশুর জন্য রেসিডেন্সিয়াল ব্লক- ০৩	৩৪০	৪০০১.০৪	৫	২০০০৫.২০	৬০.০২	৩০০.০৮
স্কুল বিল্ডিং	-	৫১২১.৩৯	৫	২৫৬০৬.৯৫	৭৬.৮২	৩৮৪.১০
একটি কক্ষ	১০	-	-	৭৫০	১১.২৫	১১.২৫

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিশুপ্রতি বাৎসরিক সম্ভাব্য ব্যয়

৬-৮ বছরের শিশু	প্রতি মাসে ১০,৭০০/- টাকা	বাৎসরিক ১,২৮,৪০০/- টাকা
৯-১২ বছরের শিশু	প্রতি মাসে ১১,৭০০/- টাকা	বাৎসরিক ১,৪০,৪০০/- টাকা
১৩-১৫ বছরের শিশু	প্রতি মাসে ১২,৭০০/- টাকা	বাৎসরিক ১,৫২,৪০০/- টাকা
১৬-১৮ বছরের শিশু	প্রতি মাসে ১৩,৭০০/- টাকা	বাৎসরিক ১,৬৪,৪০০/- টাকা

আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটি জেনারেল ফান্ড

ব্যাংক হিসাব নং : ০৯৩৯১০২০০১৪২৬

পূবালী ব্যাংক : ঢাকা স্টেডিয়াম কর্পোরেট ব্রাঞ্চ

যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী (প্রধান কার্যালয়)

বাড়ি- ১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন: (৮৮০-২) ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২

ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০

Email: mahabbat.dam@gmail.com

Website: www. ahsaniachildrencity.org

Mobile: +880 1716054610

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী (প্রকল্প কার্যালয়)

গ্রাম: জলাপাড়া, ইউনিয়ন: হাফিজাবাদ

ডাকঘর, উপজেলা, জেলা: পঞ্চগড়

মোবাইল: ০১৭৮৪৯০৭০৯০ (হট লাইন)

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাড়ি - ১৯, সড়ক -১২

ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা

www.ahsaniachildrencity.org

৬৮ হাজার গ্রাম নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ। ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় পতিত হয়ে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আয়-উপার্জনের আশায় দেশের বড় শহরগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে। বিশেষ করে বস্তি, বাস, লঞ্চ ও রেল স্টেশনে এ সকল ছিন্নমূল মানুষের বসবাস। এরা জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত। ফলে অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপনে তারা বাধ্য হয়। এদেরই একটি বিরাট অংশ হলো পথশিশু। এদের অনেকেরই পিতা-মাতা বা অভিভাবক থাকেনা। এরা অবহেলা আর বঞ্চনার মাঝে রাস্তায় বাস করতে বাধ্য হয়। এরা পরিবার থেকে পায় না ভালবাসা, এদের জীবনের নেই কোন নিরাপত্তা, বঞ্চিত হয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে। সমাজ তাদের দেখে অবহেলার দৃষ্টিতে। এটি আমাদের দেশে একটি বড় সামাজিক সমস্যা। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা ছিল ৬৭৯,৭২৮ কিন্তু ২০১৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১,১৪৪,৭৫৪ এবং ২০২৪ সাল নাগাদ সংখ্যা দাড়াঁবে ১৬,১৫,৩৩০ জন (Estimation of the size of street children and their projection for major urban areas of Bangladesh, 2004, commissioned to BIDS by ARISE).

দরিদ্র পরিবারের এইসব শিশুদের রাস্তায় আসতে হয় কাজ করে অর্থ উপার্জনের জন্য। এই শিশুরা কর্মস্থলে, পথে কিংবা রাত্রি-যাপনে প্রতিনিয়ত বহুমাত্রিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। একশ্রেনীর মানুষ এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের ব্যবহার করে নানা অপরাধমূলক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অথবা সস্তা দামে কিনছে তাদের শ্রম। এভাবেই বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ আর এভাবেই লজ্জিত হচ্ছে শিশু অধিকার।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এর ৬.২.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, "পথশিশু সহ সকল দরিদ্র শিশুর পুনর্বাসন ও যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারিত করতে হবে"। শিশু অধিকার সনদের ২০ নং অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত আছে "পারিবারিক পরিবেশ থেকে যে শিশু সাময়িক বা চিরতরে বঞ্চিত বা শিশুর স্বার্থ রক্ষায় যে পারিবারিক পরিবেশ উপযুক্ত নয় সে সকল শিশু রাষ্ট্র থেকে বিশেষ সুযোগ ও সহায়তার অধিকারী"। পথ শিশুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন গড়ে তুলেছে শিশু নগরী।

১০ টি পৃথক "শিশুগ্রাম" নিয়ে গড়ে উঠবে একটি "শিশু নগরী"। প্রতিটি শিশু গ্রামে প্রতি বছর ১০০ শিশু অন্তর্ভুক্ত হবে এভাবে দশ বছরে ১০০০ পথশিশু নিয়ে পর্যায়ক্রমে মোট ১০টি শিশু গ্রামে ১০,০০০ পথ শিশু নগরীর সেবা কার্যক্রমের আওতায় আসবে। ৬-৮ বছর বয়সী নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের ছেলে অথবা মেয়ে শিশু এই শিশু নগরীতে স্থান পাবে এবং ১৮ বছর পর্যন্ত এখানে অবস্থান করবে:

- মা-বাবা নেই এবং আত্নীয় স্বজনের খোঁজ নেই;
- মা-বাবা নেই এবং আত্নীয় স্বজনের কাছে আশ্রয় পায় না;
- মা-বাবা হয়ত জীবিত কিন্তু খোঁজ নেই, ফলে শিশুটির দায়িত্ব নেয়ার কেউ নেই;
- মা বাবা একজন অথবা উভয়েই মৃত, পরিবারে শিশুটির দায়িত্ব নেয়ার কেউ নেই;
- বাবা-মা দুজনেই অন্যত্র বিবাহ করে চলে গেছে, শিশুটির কোন আশ্রয় নেই;
- বাবা ৩ বছর ধরে নিখোঁজ, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে কিন্তু শিশুটির কোন আশ্রয় নেই;

শিশু নগরীর লক্ষ্য

অতি বিপদাপন্ন, সুবিধা-বঞ্চিত পথশিশুদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদী সেবা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ

- দরিদ্র, সহায়হীন ও দুঃস্থ পথশিশুদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- শিশুদের জন্মগত সামর্থ্য ও মেধার বিকাশের জন্য শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং মেধার বিকাশমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি নিয়ে পর্যায়ক্রমে ১০,০০০ পথশিশুর জন্য একটি শিশু নগরী প্রতিষ্ঠা করা;
- খাদ্য, আবাসন, পোশাক, স্বাস্থ্যসেবা, মাধ্যমিক পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা;
- দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪ বছর অতিক্রমের পর বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মনো-সামাজিক পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করা;
- নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে দায়িত্বসম্পন্ন ও দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষা সেবাসমূহে শিশুদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা ;
- সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিশুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- শিশুর প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- মানবাধিকার, শিশু অধিকার, মনো-সামাজিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্লাসে, সাপ্তাহিক সভায় এবং বিশেষ সেশনের আয়োজন করা;
- পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছে এমন সব সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক তৈরী করা;
- শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- চিত্ত বিনোদন ও সুকুমার বৃত্তির উন্মেষে শিশুদের জন্য নানা রকম প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সফরের আয়োজন করা ;
- স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি র‍্যালী, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎযাপন করা;
- শিশু নগরীর কর্মীদের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় বর্ণিত সকল আচরণবিধি মেনে শিশুদের সাথে এই নীতিমালার আলোকে সংগতিপূর্ণ আচরন নিশ্চিত করা;